অষ্টম অধ্যায়

শাস্ত্রের যথেষ্টতা (পর্যাপ্ততা)

(The Sufficiency of Scripture)

আমরা কী চিন্তা করব, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে বাইবেল কি যথেষ্ট/পর্যাপ্ত?

ক) শাস্ত্রের যথেষ্টতার (পর্যাপ্ততার) সংজ্ঞা

শাস্ত্রের যথেষ্টতার অর্থ— **পরিত্রাণের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে তাঁর প্রজাদের ঈশ্বর যে সমস্ত বিষয় জানাতে চেয়েছিলেন, শাস্ত্রে সে সকলই ছিল এবং এখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিখুঁতভাবে তাঁকে বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত কথা বাইবেলে বর্তমান।**

এই সংজ্ঞার দ্বারা যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কথা আমরা যদি জানতে চাই, তাহলে, তা কেবল শাস্ত্রের মধ্যে আমাদের খোঁজ করতে হবে। এর দ্বারা আরও বলা হয়েছে যে, বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের যা বলেছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাই, শাস্ত্রে ঈশ্বরের মহান প্রকাশে আমাদের আনন্দ করা উচিৎ এবং সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

তীমথিয়ের প্রতি পৌলের পত্রে এ বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ***"তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীস্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে"*** (২তীমথিয় ৩:১৫)। এখানে ***"পবিত্র শাস্ত্রকলাপ"*** বলতে শাস্ত্রের লিখিত বাক্যকে নির্দেশ করা হয়েছে (২ তীমথিয় ৩:১৬)। অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য শাস্ত্রে বর্তমান। কারণ, এই সমস্ত বাক্য আমাদের ***"পরিত্রাণের নিমিত্ত"*** জ্ঞানবান করে। যাকোব ১:১৮ পদ বা ১পিতর ১:২৩ পদেও ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের পরিত্রাণ আনয়নে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শাস্ত্রের আরও অনেক স্থানে, আমাদের খ্রীস্ট জীবন যাপনে পরিপক্ক করতে বাইবেলকে যথেষ্ট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭ পদে শাস্ত্র বাক্যকে ***"শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের ও ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী বলা হয়েছে"*** যেন ***"ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক ও সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।"*** অর্থাৎ, খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হতে শাস্ত্র একান্ত প্রয়োজন। তাই, শাস্ত্রে উল্লেখ নেই, এমন কোনও সৎকর্ম ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের জন্য আশা করেন না। অন্য কথায়, সমস্ত সৎকর্ম করতে শাস্ত্র আমাদের পরিপক্ক করে।

গীত ১১৯ অধ্যায়েও একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে: ***"ধন্য তাহারা, যাহারা আচরণে সিদ্ধ, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পথে চলে"*** (গীত ১১৯:১)। এখানে, ***"সিদ্ধ আচরণ"*** ও ***"সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পথে চলাকে"*** সমার্থক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয় ঈশ্বর যা বলেছেন, তা আমরা শাস্ত্র থেকে পাই এবং এর দ্বারা আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও আমরা বাইবেল থেকে পাই।

একথা সত্য যে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করি যে, আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে কখনও সমস্ত শাস্ত্র নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারি না (যাকোব ৩:২;১ যোহন ১:৮-১০)। কিন্তু শাস্ত্রের যথেষ্টতার সত্য আমাদের খ্রীস্টীয় জীবন যাপনে মহান তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এর দ্বারা আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য কী, তা জানতে কেবল শাস্ত্রের প্রতিই আমরা

মনোযোগ করি। এর ফলে, সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন খ্রীস্টবিশ্বাসীর লেখনী বা মণ্ডলীর সমস্ত শিক্ষা, বা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন অনুভূতি ও ধারণার উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই।

এই মতবাদ আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন মতবাদ (প্রায়শ্চিত্ত, খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব বা পবিত্র আত্মার কার্য) সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের শিক্ষাকে এক জায়গায় জড়ো করা সম্ভব। ফলস্বরূপ, ঐ সকল অংশের সঠিক ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা ঐ সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সরাসরি জানতে সক্ষম। অথবা, শাস্ত্রের যথেষ্টতা সম্বন্ধীয় মতবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বাইবেল অধ্যায়নের দ্বারা আমরা সুসম্বন্ধ ঈশতত্ত্ব এবং নীতিবাদ শিক্ষা করতে পারি ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি।

এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা থেকে পৃথক। কারণ রোমান মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, কোনও বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে কেবল শাস্ত্র যথেষ্ট নয়। তাদের শিক্ষানুসারে, শাস্ত্রের পাশাপাশি মণ্ডলীর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষা থেকেও আমাদের সাহায্য নিতে হবে। রোমান মণ্ডলীর এই শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোভাব হল— মণ্ডলীর ইতিহাস যদিও বাইবেলে ঈশ্বর আমদের কী বলেছেন তা **"উপলব্ধি"** করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু মণ্ডলীর ইতিহাসের দ্বারা ঈশ্বর কখনও আমাদের প্রতি তাঁর শিক্ষার ও আজ্ঞার অতিরিক্ত সংযোজন করেননি। মণ্ডলীর ইতিহাসে ঈশ্বর কখনও শাস্ত্রের বাইরের এমন কোন বিষয়কে যুক্ত করেননি, যা আমাদের বিশ্বাস ও পালন করতে হবে। সমস্ত সৎকর্মের নিমিত্ত পরিপক্ক করতে শাস্ত্রই আমাদের জীবনে যথেষ্ট এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ আচারণ করতে শাস্ত্রের শিক্ষাই আমাদের কাছে যথেষ্ট।

এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আবার নন-ইভ্যানজেলিক্যালদের *(Non-Evangelical)* থেকে পৃথক। তারা যেহেতু বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাসীর জীবনে একমাত্র ক্ষমতাপূর্ণ বই হিসাবে স্বীকার করে না; সেইহেতু কোনও বিষয়ে প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তা জানতে বাইবেল ছাড়াও প্রথম মণ্ডলীর সমসাময়িক বিভিন্ন লেখনীর প্রতি তারা দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

(গ) পরিত্রাণের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে যে পরিমাণে শাস্ত্রবাক্য দত্ত হয়েছিল, তা যথেষ্ট ছিল।

শাস্ত্রের যথেষ্টতা মতবাদ এমন শিক্ষা দেয় না যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের যে বাক্য ইতিমধ্যে দিয়েছেন, তিনি তার সঙ্গে কিছু যোগ করতে পারেন না। পরিবর্তে, এর অর্থ ঈশ্বর যা ইতিপূর্বে বলেছেন, মানুষ তার নিজের উদ্যমে কখনও তার সঙ্গে কিছু যোগ করতে পারে না। এ ছাড়াও এই মতবাদ আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, আমাদের যা বিশ্বাস করতে হবে বা পালন করতে হবে, এমন কোনও বিষয় আমাদের কাছে এখন যে বাইবেল আছে, তার বাইরে ঈশ্বর কখনও কিছু বলেননি।

এখন একটি বিষয় আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। পরিত্রাণের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন, সেই পর্যায়ে ঈশ্বরের সেই সমস্ত কথা যথেষ্ট হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ঈশ্বর সেই সমস্ত কথার সঙ্গে অন্য বিষয় যুক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ পদে মোশী এমন কথা বলেছে, ***" নিগুঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করতে পারি।"*** এই পদের দ্বারা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর সর্বদা বিভিন্ন বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করতে নিজে উদ্যম *(initiative)* গ্রহণ করেছেন। কোন্‌টি প্রকাশ করা হবে এবং কোন্‌টি প্রকাশ করা হবে না— তা ঈশ্বর ঠিক করেছেন। তাই, পরিত্রাণ ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন— তা সেই ধাপের মানুষদের পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পরিত্রাণ ইতিহাস যত এগিয়েছে, ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর প্রকাশের তত বেশি সংযোজন ঘটেছে।

এই কারণে, মোশীর মৃত্যুর সময় পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক সেই সময়ের বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের জন্য পরবর্তী লেখকদের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বাক্যের সংযোজন করেছেন। একইভাবে, সমসাময়িক খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য পুরাতন ও নতুন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের যে সমস্ত বাক্য পেয়েছি, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট। খ্রীস্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান স্বর্গারোহণ এবং প্রথম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার (নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তক লিপিবদ্ধকরণ ও নতুন নিয়মের ক্যাননের দ্বারা সংগৃহিত পুস্তক সমুহের দ্বারা) যে রেকর্ড রাখা হয়েছে, তারপর পরিত্রাণের ইতিহাসে ঈশ্বর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটাননি— তাই, নতুন কোনও বাক্য শাস্ত্রের সঙ্গে সংযোজনের জন্য দেওয়া হয়নি।

এই কারণে, শাস্ত্রের যথেষ্টতার সত্য মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রতিটি ধাপের বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, আজ আমাদের কাছেও একইভাবে প্রযোজ্য। তাই নিম্নলিখিত পদগুলি আজ আমাদের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য:

"আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২)।

"আমি যে কোনও বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না" (দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২)।

"ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ; তিনি আপন শরণাপন্ন লোকেদের ঢাল স্বরূপ। তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না; পাছে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করেন, আর তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হও" (হিতোপদেশ ৩০:৫-৬)।

"যাহারা এই গ্রন্থের ভাববণীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন; আর যদি কেহ এই ভাববাণী গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন" (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯)।

(ঘ) শাস্ত্রের যথেষ্ট মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ

এই মতবাদের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি লক্ষনীয়:

(১) কোনও বিষয় **ঈশ্বর আমাদের কী চিন্তা করতে বলেন বা কী করতে বলেন, তা উপলব্ধি করতে** এই মতবাদ আমাদের সচেষ্ট করে। কারণ, ঈশ্বর তাঁর শাস্ত্রবাক্যে তা আমাদের জানিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের যে কোনও প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব। কারণ, নিগুঢ় বিষয় সমূহ ঈশ্বর নিজের জন্য রেখেছেন। ***"নিগুঢ় বিষয় সকল আমাদের সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি"*** (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। কিন্তু এর অর্থ আমরা যখন আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনে কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেতে চাইব— তার উত্তর আমরা অবশ্যই শাস্ত্র থেকে লাভ করব।

(২) এই মতবাদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা যেন **শাস্ত্রের সঙ্গে কিছু যোগ না করি** বা বাইবেলের ৬৬টি পুস্তক ব্যতীত কোনও লেখাকে শাস্ত্রের সমান মর্যাদা না দিই। বেশীরভাগ ভ্রান্ত শিক্ষা এই নীতিকে পরিত্যাগ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, *Mormon*-রা বাইবেলের ক্ষমতাকে স্বীকার করার পাশাপাশি *Book of Mormon*-এর ঐশ্বরিক ক্ষমতা একইভাবে দাবী করে। *Christian Scientist*-রা বাইবেলে বিশ্বাস করার কথা বললেও বাস্তবে *Mary Baker Eddy*-এর লেখা *Science and Health With a Key to the Scriptures*-কে শাস্ত্রের থেকে বেশী গুরুত্ব দেয়। আজও বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কোনও শিক্ষাকে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সমান মর্যাদা দিতে পারি না।

(৩) এই মতবাদ আমাদের আরও বলে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে বা আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর কাজ সম্বন্ধে **শাস্ত্রের বাইরের কোনও বিষয় বিশ্বাস বা পালন করার প্রয়োজন নেই**। মণ্ডলীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অনেক বিশ্বাসী অনেক ভালো ভালো বই লিখেছেন, সে বই হয়ত আমরা পড়িনি। কিন্তু তা আমাদের খ্রীস্টীয় জীবন যাপনে অপরিহায্য বিষয় নয়। ভাষাগত বূৎপত্তি উপলব্ধিতে বা মণ্ডলীর ইতিহাস জানতে ঐ সমস্ত বই আমাদের সাহায্য করলেও, আমরা কী বিশ্বাস করব বা পালন করব, সে বিষয়ে তারা অপরিহায্য নয়।

(৪) এই মতবাদ আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, **ঈশ্বর কর্তৃক কোনও সমসাময়িক প্রকাশকে শাস্ত্রের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া যাবে না**। মণ্ডলীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়, বিশেষকরে বর্তমান বিভিন্ন খ্রীস্টীয় আন্দোলনের দিনে,

অনেকে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধিতে ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষ প্রকাশের দাবী করেছেন। কিন্তু আমরা তাদের শিক্ষাকে কখনও শাস্ত্রের সমান মর্যাদা দেব না।

(৫) এই মতবাদ আমাদের শিক্ষা আরও দেয় যে, **শাস্ত্র যখন কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিষেধ না করে, এমন বিষয় যখন আমরা চিন্তা করি বা পালন করি, তখন তা পাপ নয়**। বাইবেলের কোথাও কোন্ পদ্ধতিতে বাপ্তিস্ম দিতে হবে, তা বলা হয়নি, তাই এ বিষয় আমরা নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতিকে পালন করতে বাধ্য নই।

(৬) **শাস্ত্র যখন কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের আদেশ না করে, আমরা তা করতে বাধ্য নই**।

(৭) **শাস্ত্র যে বিষয় জোর দেয়, আমাদেরও সে বিষয় জোর দিতে হবে**, বা **কোনও বিষয় বাইবেল যা বলে, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে**।